উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট
Unnayan O Shikkha Proshar Trust
ঠিকানা: ৭২ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর - ১০, ঢাকা - ১২১৬, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৭৩১-৫৮৬৩৬৩
ই-মেইল: usptrust01@gmail.com

বার্ষিক প্রতিবেদন:
১ জানুয়ারি - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট
শিক্ষা বান্ধব সহায়তা প্রকল্প (শিবাস)
Shikkha Bandhob Sahayata Prakalpa
৭২ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর - ১০, ঢাকা - ১২১৬, বাংলাদেশ।
ই-মেইল: usptrust01@gmail.com
মোবাইল: ০১৭৩১-৫৮৬৩৬৩

ভূমিকা: উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর অধীনে মিরপুরের ৩ নং ওয়ার্ড এবং পরবর্তী সময়ে ২ নং ওয়ার্ডসহ বেশ কয়েকটি বস্তি স্থাপনায় স্থানীয় এনজিওসহ এবং ওয়ার্ল্ড কনসার্ন বাংলাদেশ-এর সহযোগীতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করে আসছিল। পরবর্তীতে "শিক্ষা বান্ধব সহায়তা প্রকল্প"-এর মাধ্যমে অংশীজন বাংলাকিডস-এর অনুদান সহায়তায় জুলাই ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্পনসরশিপ কার্যক্রম মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবায়ন করে আসছে। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট -এর নামে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে ট্রাস্ট কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে ওয়ার্ল্ড কনসার্ন -এর মাধ্যমে ৩০ জুন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট ০৯ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধন লাভ করে যার নিবন্ধন নম্বর ৩০৭৯ যা ২০৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নবায়িত ও অনুমোদন প্রাপ্ত। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে EMIS কোড লাভ করে। EMIS কোডটি হলো ৩১০০১১৬৯০। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর কর্তৃক EMIS কোডটি পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল এর EMIS কোড হলো ৪২৩২৯৯।

শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সভা ও অভিভাবক সভার মাধ্যমে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্পনসরশিপ শিক্ষা সহায়তা, শিশু শ্রম ও শ্রম বিষয়ক সেমিনার ও সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রতিবন্ধিদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বিভিন্ন সহায়তা, কিশোরী ও অভিভাবকদের সচেতনতা মূলক সভার আয়োজন করা। কার্যত এগুলো বিগত বছরের ন্যায় বাজেট বা আর্থিক অপ্রতুলতা বা স্বল্পতার কারণে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের দ্বারা উপকারভোগীদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে- যার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর সাথে স্থানীয় জনসম্পৃক্ততা, জন-প্রতিনিধি ও বিভিন্ন কমিউনিটির সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং তা বিদ্যমান রয়েছে।

সাধারণ সম্পাদকের শুভেচ্ছা বক্তব্য:

মাননীয় চেয়ারপারসন, ভাইস চেয়ারপারসন, কোষাধ্যক্ষ, শ্রদ্ধাভাজন নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সকল সদস্য-বৃন্দ উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট পরিবার এবং আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। আমি খুব আনন্দিত আপনারা নানারুপ ব্যস্ততার মাঝেও উপস্থিত থেকেছেন এবং উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট- এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একাত্মতা ঘোষণা করছেন এবং আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে এ বিশ্বাস রয়েছে। আমি বিশেষ করে নতুন সদস্যদের উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট পরিবারে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আপনাদের স্বাগত ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর মৌলিক কাজ হলো পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে শিশু বান্ধব উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা। আমি কৃতজ্ঞ চেয়ারপারসন জনাব নিশাত জাহান মহোদয়-সহ সকল নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের প্রতি। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই সাধারণ পরিষদ সদস্য জনাব কেরামত আলী ও জনাব আবু ছাইদ মিয়া মহোদয়ের প্রতি তারা বিভিন্ন সময়ে আমাদের মূল্যবান সময় ও পরামর্শ দিয়েছেন। জনাব কেরামত আলী বছরের বিভিন্ন সময়ে রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমাদের শিক্ষা কেন্দ্রেগুলো পরিদর্শন করেছেন এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত সকল উন্নয়নযোগ্য বিষয়াবলী নিয়ে শিক্ষক রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা উন্নয়ন নিশ্চিত করেছেন। তা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ভাইস-চেয়ারপারসন, কোষাধ্যক্ষ এবং নির্বাহী পরিষদ সদস্য মিঃ মোশী মন্ডল শিবাস প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শ সহযোগীতা করেছেন এবং জনাব সেলিনা শেলী খানও সভায় বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দিয়ে পাশে ছিলেন। জনাব মোহাম্মদ তাহের একজন সজ্জন ব্যক্তিত্ব যাকে আমি যতবার সহযোগীতার দাবী জানিয়েছি তিনি কখনই ফিরিয়ে দেননি। আমি ধন্যবাদ জানাই প্রতীক রাহমান ও জনাব খুরশিদা বেগম যারা আমার ব্যক্তিগত এবং শিবাস প্রকল্প ও কর্মীদের নিয়মিত খোঁজ নিয়েছেন ও পাশে থেকে উৎসাহিত করেছেন। আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই ডাক্তার আতিক মেহেদী যিনি ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর সাথে ওতোপ্রোত ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং পাশাপশি চিকিৎসা সেবায় সহযোগীতা অব্যাহত রেখেছেন। সংস্থার পক্ষে থেকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি বিনয়ের সাথে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যিনি সর্বদা তার দক্ষিণ-হস্ত আমার মস্তকের ওপর থেকে কখনোই সরিয়ে নেননি তিনি হলেন চেয়ারপারসন জনাব নিশাত জাহান রানা মহোদয়। আমি রাতে-বি-রাতে যখন তখন ফোন করেছি কখনই তার কণ্ঠস্বর বিরক্তের উদ্রেক হয়েছে এমনটি মনে হয়নি। যখনই বলেছি আসব আপা তিনি তখনি সময় দিয়েছেন, ধীর-স্থির হয়ে শুনেছেন, সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন আবার মৃদু বকাও দিয়েছেন। তবে তিনি এমনই একজন দূর-দর্শী, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান যার হাত ধরে এখন পর্যন্ত এ সংস্থা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সূদীর্ঘ ১৮ বছর সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তবে চেয়ারপারসন মহোদয় আজ পর্যন্ত কোনো সভায় অনুপস্থিত ছিলেন এমনটি রেকর্ড দেখিনি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে আজীবন জনাব নিশাত জাহান রানা মহোদয়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব এবং আমি যতদিন এ সংস্থার সাথে জড়িত থাকব ততদিন আপনার এ সহচার্য অব্যাহত থাকবে কায়মনে এ প্রত্যাশা করি।

আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর প্রথম চেয়ারপারসন মরহুম আ. ন. স. হাবীবুর রহমান এবং প্রথম ভাইস-চেয়ারপারসন ও পরবর্তীতে চেয়ারপারসন স্বর্গীয় ক্লেমেন্ট প্রদীপ দাওয়া তাদের আকাশ ছোঁয়া সহযোগীতার জন্য। তাদের সহযোগীতা ছাড়া আজকের ইউএসপিটি সম্ভব হতো না। আমি বিনয়ের সাথে আপনাদের প্রতি আহবান করছি মরহুম আ. ন. স. হাবীবুর রহমান, স্বর্গীয় ক্লেমেন্ট প্রদীপ দাওয়া এবং গডফ্রে রথীন সরকারের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে ০১ মিনিট নীরবতায় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসা জানাই।

সংস্থার ধরণ: উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা। Unnayan O Shikkha Proshar Trust is a non-political, non-profit, voluntary development organization.

সংস্থার রুপকল্প (Vission): বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত সকল শিশু ও নারী তাদের জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হবে।

সংস্থার অভীষ্ট লক্ষ্য (Mission): সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদেরকে তাদের জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করা।

সংস্থার কয়েকটি উদ্দেশ্য:

১. সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে প্রান্তিক ও সুবিধাঞ্চিত মানুষের ক্ষমতায়নের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
২. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উন্নয়নে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
৩. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষাবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা।
৪. প্রতিবন্ধিদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সমাজ ভিত্তিক পূর্নবাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৫. সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৬. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে প্রযোজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ওয়েবসাইট: usptrustbd.org
ইমেইল: usptrust01@gmail.com

শিবাস প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal of the Project):
সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

শিবাস প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ:

১. সুবিধাবঞ্চিত ও সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি।
২. যে সকল শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে নানাবিধ কারণে ঝরে পড়েছে, তাদের পুর্নবার শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা।
৩. সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করে এবং তাদের মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মূলস্রোতধারায় সংযুক্ত করার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
৪. পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শিশুর প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ ও তাদের সামাজিক ও সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলী এবং সর্বজনীন দৃষ্টি ভঙ্গি অর্জন এবং শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং শিক্ষা কেন্দ্রে সে অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করা।
৫. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় বিদ্যালয়সমূহকে চলমান ও সক্রিয় রাখা।
৬. যে সমস্ত শিশুদের বয়স ৪ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে এবং শহরের বস্তিতে বসবাস করে, তাদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৭. শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার প্রয়োজনীয় উদ্দ্যোগ গ্রহণ ও সহায়তার মাধ্যমে পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া।
৮. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দেশ প্রেম ও মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভালবাসতে সহায়তা করা।

শিক্ষা কার্যক্রম:
" সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।"
প্রকল্পের লক্ষ্য, সংস্থার কর্ম-এলাকায় সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা এবং নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ একত্রে কাজ করা, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে কার্যকর নেতৃত্ব গঠন, বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা।

প্রকল্পের কর্মসূচিসমূহ :

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

২. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা

৩. স্পনস্রশীপ কার্যক্রম (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষা সহায়তা প্রদান)

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল "শিক্ষা বান্ধব সহায়তা প্রকল্প" (শিবাস)-এর মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে ২০১৬ সাল থেকে কাজ করে আসছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন-এর বস্তি সমুহে বসবাসরত সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা এবং আনন্দময় শিখন পরিবেশে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষাভিমুখি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নয়নতারা শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্রে এবং কাশফুল শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করা হয়েছে।

এভিনিউ ৫-এর মাদবর নগর ও মিরপুর-১২ নিউকুর্মিটোলা ক্যাম্প বস্তি স্থাপনায় প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে দু'টি শিফট-এ শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৭০ জন। বর্তমানে সে সকল শিক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণিতে চলমান রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ঝরে পড়ার হার ০%।

২. প্রাথমিক শিক্ষা (উপানুষ্ঠানিক):

সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বস্তিতে বসবাসরত পিছিয়ে পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করছে। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার এবং নিজস্ব পাঠদান রীতিনীতি ও কৌশল অবলম্বন করে প্রায় ১৮ বছর ধরে পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উন্মেষ ঘটিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কর্ম-এলাকার চাহিদা মাফিক অনুদান পেলে ভবিষ্যৎ এ ঢাকা সিটির বিভিন্ন বস্তি স্থাপনায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির শিক্ষার প্রসার এবং তাদের জীবন-মান উন্নয়নে কাজ করার পরিকল্পনা ও সক্ষমতা রয়েছে।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল শিক্ষা বান্ধব সহায়তা (শিবাস) প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন পল্লবী থানার সেকশন ১১ এলাকাস্থ এভিনিউ ৫-এর আওতাধীন মাদবরনগর ও আনিস মিয়ার বস্তি এবং সেকশন - ১২, নিউ কুর্মিটোলা বিহারী ক্যাম্প ও টেকেরবাড়ি বস্তিসমূহে ০৪ টি শিক্ষা কেন্দ্রে ৮ টি শাখায় প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে মেয়ে: ১৩৪ জন ছেলে: ১০৭ জন মোট ২৪১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করেছে। জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ৩৩৪ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যথাক্রমে প্রাক-প্রাথমিক-সহ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও (৫ম-০) শ্রেণিতে চলমান বা বিদ্যমান রয়েছে। ঝরে পড়ার হার ০%।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে (উপানুষ্ঠানিক) শিক্ষার্থীদের তথ্য ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ:

এলাকা	ওয়ার্ড	শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ও শিফট সংখ্যা	শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থী সংখ্যা							উপস্থিতি হার	মন্তব্য
			প্রাক-প্রাথমিক ২ টি	প্রথম ২ টি	দ্বিতীয় ২ টি	তৃতীয় ২ টি	চতুর্থ ০ টি	পঞ্চম ২ টি	মোট শিফট ১০ টি	৯০%	
পল্লবী থানার সেকশন-১১, ১২	২,৩	কেন্দ্র ৫ টি শিফট ১০টি	মেয়ে: ৩৪ ছেলে: ৩৬	মেয়ে: ৩৬ ছেলে: ২৮	মেয়ে: ৩৮ ছেলে: ২৭	মেয়ে: ৩৫ ছেলে: ২৮	০০ ০০	মেয়ে: ২৫ ছেলে: ২৪	মেয়ে: ১৬৮ ছেলে: ১৪৩		
			মোট: ৭০	মোট: ৬৪	মোট: ৬৫	মোট: ৬৩	০০	মোট: ৪৯	মোট: ৩১১		

প্রাক-প্রাথমিক বার্ষিক মূল্যায়ন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

শ্রেণি	মোট শিক্ষার্থী	অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থী	A+: 5.0	A: 4.0	A-: 3.5	B: 3.0	C: 2.0	D: 1.0	F: 0.0	Abs -ent	Total student	মন্তব্য
প্রাক-প্রাথমিক	৭০	৬৯	৪১	১১	৭	৪	৩	৩	০	১	৭০	শিক্ষার্থী সুমি ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বার্ষিক মূল্যায়ন ফলাফল ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ:

শ্রেণি	মোট শিক্ষার্থী	অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থী	A+: 5.0	A: 4.0	A-: 3.5	B: 3.0	C: 2.0	D: 1.0	F: 0.0	Abs-ent	Total student	মন্তব্য
১ম	৬৪	৬৪	২২	১৩	৫	৭	৬	১১	০	০	৬৪	
২য়	৬৫	৬৫	২৯	২৫	২	৩	৪	২	০	০	৬৫	
৩য়	৬৩	৬৩	১৪	১৬	২০	৫	৩	৫	০০	০০	৬৩	
৪র্থ	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
৫ম	৪৯	৪৯	৮	১৮	৩	২	১৫	৩	০	০	৪৯	
মোট	২৪১	২৪১	৭৩	৭২	৩০	১৭	২৮	২১	০	০	২৪১	

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষার ফলাফল ২০১৭-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

ক্রমিক নং	সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা	গ্রেড									পাশের হার (%)	মন্তব্য
			A+	A	A-	B	C	D	F	Total Pass	Total		
১	২০১৭	৫৫	০	৬	১৯	১২	১১	১	৬	৪৯	৫৫	৮৯	
২	২০১৮	১৮০	২	৫৩	৪০	২৯	২৭	১	২৮	১৫২	১৮০	৮৪	
৩	২০১৯	১১০	১৭	৬৪	১১	১১	৬	১	০	১১০	১১০	১০০	
৪	২০২০	৬৫	০	০	০	০	০	০	০	৬৫	৬৫	১০০	অটো পাশ
৫	২০২১	৫৯	২৩	১৭	১০	৫	১	১	০	৫৭	৫৭	১০০	শিবাস স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে
৬	২০২২	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	৫ম শ্রেণি ছিল না
৭	২০২৩	৪৪	৪	১৪	৬	৬	৮	৫	১	৪৩	৪৪	৯৮	শিবাস স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে
৮	২০২৪	৪৯	৮	১৮	৩	২	১৫	৩	০	৪৯	৪৯	১০০	শিবাস স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে
মোট		৫৬২	৫৪	১৭২	৮৯	৬৫	৬৮	১২	৩৫	৫২৫	৫৬০	৯৬	

২০১৮ সালে বিহারী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী বেশি ছিল যাদের বাংলা ভাষায় দক্ষতা কম থাকার কারণে বেশির ভাগ বাংলা বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে।

৩. স্পনসরশিপ:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্য হলো-পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়ে এসে তাদের দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তরিত করা। বর্তমানে বাংলাদেশ স্বল্পন্নোত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাই বাংলাদেশের এ সাফল্য ধরে রেখে ও এগিয়ে নিতে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট কাজ করে যাচ্ছে।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুলের ৫ম শ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট (ইউএসপিটি) শিবাস প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি এবং এসএসসি পর্যন্ত স্পন্সরশীপ কর্মসূচীর আওতায় মাধ্যমিক শ্রেণিতে ২০২৪ ইং সালে ১১৫ জন মেয়ে ও ৮৫ জন ছেলে সহ মোট ২০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বপ্ন পূরণে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে যেমন, শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফি, রেজিষ্ট্রেশন ফি, ফরম ফিলাপ ও শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষায় মেয়ে ২১ জন ও ছেলে ১২ জন মোট ৩৩ জনকে ওয়েস্টজোন স্কুল ও আলহাজ্ব আব্বাস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

স্পন্সরশীপ কর্মসূচীর আওতায় শ্রেণি ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য -২০২৪: (মাধ্যমিক স্কুল)

শ্রেণি	জানুয়ারি মাসের শুরুতে শিক্ষার্থী সংখ্যা			ডিসেম্বর মাসের শেষে শিক্ষার্থী সংখ্যা			ড্রপ আউট সংখ্যা	মন্তব্য
	বালিকা	বালক	মোট	বালিকা	বালক	মোট		
৬ষ্ঠ	২২	১৯	৪১	২৩	২২	৪৫	০০	
৭ম	৬	২	৮	৭	৪	১১	০০	
৮ম	২৮	২৪	৫২	২৯	২৬	৫৫	০০	
৯ম	২০	৫	২৫	২১	৬	২৭	০০	
১০ম	৩০	২৬	৫৬	৩৫	২৭	৬২	০০	
এসএসসি	২১	১২	৩৩	২১	১২	৩৩	০০	
মোট	**১২৭**	**৮৮**	**২১৫**	**১৩৬**	**৯৭**	**২৩৩**	০০	

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ফলাফল ২০১৭-২০২৪

ক্রমিক নং	সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা	গ্রেড									পাশের হার (%)	মন্তব্য
			A+	A	A-	B	C	D	Total Pass	F	Total		
১	২০১৭	১৮	০	৪	১	৪	৬	০	১৫	৩	১৮	৮৩	
২	২০১৮	৩০	১	২	১	৫	১৪	১	২৪	৬	৩০	৮০	
৩	২০১৯	৩১	০	৪	৪	৫	১১	৩	২৭	৪	৩১	৮৭	
৪	২০২০	২৬	০	০	০	০	০	০	২৬	০	২৬	১০০	অটো পাশ
৫	২০২১	৫৪	০	৮	১২	১৭	১২	৩	৫২	২	৫৪	৯৬	স্ব স্ব স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে
৬	২০২২	৫২	০	২	৭	৯	১৪	২০	৫২	০	৫২	১০০	স্ব স্ব স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে
৭	২০২৩	২৫	নৈপুণ্য অ্যাপে সূচক পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়েছে।						২৫	০	২৫	১০০	স্ব স্ব স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৮	২০২৪	৫৩	৪	১২	৬	৭	৯	১৫	৫৩	০	৫৩	১০০	স্ব স্ব স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মোট		**২৮৯**	**৫**	**৩২**	**৩১**	**৪৭**	**৬৬**	**৪২**	**২৭৪**	**১৫**	**২৮৯**	৯৩	

<u>এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ২০১৮-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ</u>

সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা	পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	গ্রেড								Percentage	মন্তব্য
			A+	A	A-	B	C	D	Total Pass	F		
২০১৮	২৬	২৬	০	৮	১১	৩	১	০	২৩	৩	৮৮%	
২০১৯	২৫	২৫	০	৭	৭	৫	৩	০	২২	৩	৮৮%	
২০২০	১৩	১৩	০	১	৫	৫	২	০	১৩	০	১০০%	
২০২১	২১	২১	১	২	১	৫	৭	০	১৬	৫	৭৬%	
২০২২	২৫	২৫	১	১২	৪	৪	০	০	২১	৪	৮৪%	
২০২৩	৩২	২৭	০	২	৬	৮	৮	০	২৪	৩	৮৯%	
২০২৪	৩৩	৩৩	২	৩	১১	৪	৬	০	২৬	৭	৭৯%	
মোট ২০১৮-২০২৪	১৭৫	১৭০	৪	৩৫	৪৫	৩৪	২৭	০	১৪৫	২৫	৮৬%	

<u>এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ২০২০-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ</u>

ক্রমিক নং	সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা	গ্রেড									পাশের হার (%)
			A+	A	A-	B	C	D	Total Pass	F	Total	
১	২০২০	৯	০	৭	২	০	০	০	৯	০	৯	১০০
২	২০২১	১৬	২	১২	২	০	০	০	১৬	০	১৬	১০০
৩	২০২২	৯	০	২	৭	০	০	০	৯	০	৯	১০০
৪	২০২৩	৬	১	০	১	২	০	০	৪	২	৬	৬৭
৫	২০২৪	১৪	১	৪	৩	২	০	১	১১	৩	১৪	৭৯
মোট ২০২০-২০২৪		**৫৪**	**৪**	**২৫**	**১৫**	**৪**	**০**	**১**	**৪৯**	**৫**	**৫৪**	**৯১**

<u>দিবস উদযাপন:</u>

<u>বই উৎসব:</u>
থানা শিক্ষা অফিস থেকে প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির) -এর জন্য বই সংগ্রহ করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি শিবাস শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিটি কেন্দ্রে বই উৎসব পালন করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থীরা নতুন বই পেয়ে খুব উচ্ছাসিত।

<u>শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস:</u>
উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে মহান শহিদ দিবস এবং আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করেন। কালো ব্যাজ ধারণ করে প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ এবং শহিদ মিনারের বেদিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিবসটি উদযাপন করা হয়। এ দিনটিতে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মী, সিএমসি সদস্য ও অভিভাবকবৃন্দ দিবসটি গভীর শোক ও শ্রদ্ধার সাথে আলহাজ্ব আব্বাস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজের শহিদ মিনারে শহিদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। শহিদদের মহান আত্মত্যাগ এবং দিবসটির তাৎপর্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা হয়।

নারী দিবসঃ

৮ ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। অনলাইনে শিক্ষকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং শিক্ষক সভায় উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টের নারী কর্মী এবং শিক্ষকগণকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়। নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'নারীর সম-অধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ'।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদযাপনঃ

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত দিবসটি উদযাপন করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকা, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে ২০০-২৫০ শব্দের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস নিয়ে রচনা লেখা এবং সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে রং পেনসিল বিতরণ করা হয়।

শিশু শ্রম দিবসঃ

১২ জুন সকল কেন্দ্রে শিশু শ্রম দিবস পালন করা হয়। শিশু শ্রম এর কুফল নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা হয়। শিক্ষার্থীরা যেন মনযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে ভালো পেশায় নিয়োজিত হয় সেজন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসঃ

৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস টি সকল কেন্দ্রের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের সাথে অনলাইনে আলোচনার মাধ্যমে পালন করা হয়। শিক্ষার্থীদের সাথে স্বাক্ষরতা দিবসের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিবারে বা প্রতিবেশি কারো স্বাক্ষর জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার্থীরা দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান করবে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ বছরের স্বাক্ষরতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল বহুভাষায় শিক্ষার প্রসার। পারস্পরিক সমজোতা ও শান্তির জন্য স্বাক্ষরতা।

কন্যা শিশু দিবসঃ

৩০ সেপ্টেম্বর কন্যা শিশু দিবস উদযাপন করা হয়। শিক্ষকদের শুভেচ্ছা জানানো এবং আলোচনার মাধ্যমে কন্যা শিশু দিবস পালন করা হয়েছে। আজকের কন্যা শিশু আগামীতে অনেক বড় ভুমিকা পালন করবে। আজকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মেয়েদের সফলতা ও অবদান লক্ষণীয়। একটা সময় ছিল যখন মেয়েদের অধিকার আদায়ের জন্য মেয়েদেরকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। বর্তমানে সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তন হয়েছে। সমাজের মানুষ এখন বিশ্বাস করে মেয়েরা সমাজকে এগিয়ে নিতে পুরুষের সমপর্যায়ে কাজ করছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য কন্যা শিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ।

শিক্ষক দিবসঃ

৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হয়। শিক্ষক হলেন জাতি গড়ার কারিগর। শিক্ষকদের সম্মান সব সময়ই সবার উপরে। বিশ্ব শিক্ষক দিবস শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পালন করা হয়। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট এর শিক্ষক, স্টাফ, ভাইস চেয়ারপারসন এর উপস্থিতিতে শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হয়। শিক্ষকগণকে নিয়ে উত্তরা উত্তর এর একটি রেস্টুরেন্ট অবস্থান ও দিয়াবাড়ি পরিদর্শন করা হয়। আলোচ্য বিষয় সমূহ ছিল শিক্ষকগণকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য, উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুলে শিক্ষকদের অবদান, জাতি গঠনে শিক্ষকদের অবদান, উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুলের শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা, অতিথিদ্বয়ের বক্তব্য, ট্যাবের নির্দেশিকা, ট্যাবের ব্যবহার বিধি, সভাপতির বক্তব্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসঃ

১৬ অক্টোবর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপন করা হয়। সকলের হাত পরিচ্ছন্ন থাক এই শ্লোগান নিয়ে পালিত হয় হাত ধোয়া দিবস। হাত পরিষ্কার থাকলে অনেক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মোবাইল ট্যাবের মাধ্যমে শিশুদেরকে হাত ধোয়ার সঠিক ভিডিও দেখানো হয়। ভিডিও দেখে শিক্ষার্থীরা হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম অনুশীলন করে। শিশুদের বলা হয় নিজেরা হাত পরিষ্কার রাখবে এবং পরিবারের অন্য সদ্যদের হাত পরিষ্কার রাখতে বলবে।

বেগম রোকেয়া দিবসঃ

নারী জাগরণ এর অগ্রদূত হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বেগম রোকেয়া দিবস বাংলাদেশে সরকারিভাবে পালিত একটি জাতীয় দিবস। বাঙালি লেখক, শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার অবদানকে স্মরণ করে তার জন্ম ও মৃত্যুদিন ৯ ডিসেম্বর "রোকেয়া দিবস" হিসেবে পালন করা হয়। বেগম রোকেয়া দিবস নিয়ে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদেরকে বেগম রোকেয়ার ভিডিও চিত্র দেখানো হয়। (বেগম রোকেয়ার জন্ম ৯ ডিসেম্বর ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম:

মিরপুর জেনারেল হাসপাতাল এ কর্মরত ড. তানিয়া সরকার মিষ্টি এবং স্কয়ার হাসপাতালে কর্মরত ড. শ্যারন রয় এর পরিচালনায় ২০ মে মিরপুর-১২ কর্মএলাকায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রদান কার্যক্রম আয়োজন করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজন অনুপাতে প্রেসক্রিপশন দেখে ঔষধ সরবরাহ করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী মীম আক্তার কে ড. এর পরামর্শ মোতাবেক CVC, S Creatinin, IGE, SGPT, SGOT Test করানো হয় এবং তাকে এক মাসের ঔষধ প্রদান করা হয়।

পিজি হাসপাতালে কর্মরত ড. ইকরাম বিন সানি এবং ড. সরোজ কুমার মন্ডল এর পরিচালনায় ২২ অক্টোবর মিরপুর ১১ কর্ম এলাকায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রদান কার্যক্রম আয়োজন করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজন অনুপাতে প্রেসক্রিপশন দেখে ঔষধ সরবরাহ করা হয়। (স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১০০ জন)

ড. আতিক মেহেদি দীর্ঘদিন যাবৎ উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট- এর পাশে থেকে সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সেবা দিয়ে আসছেন। নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার টাস্ট-এর উদ্যোগে ড. আতিকস ডেন্টাল ক্লিনিকে ৬ জন শিক্ষার্থী দাতেঁর চিকিৎসা পেয়েছে। চিকিৎসা পেয়ে শিক্ষার্থীরা এখন ভালো আছে।

এসএসসি শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংগ্রহ এবং দিক নির্দেশনামূলক সভা:

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফলাফল সংগ্রহ করা হয় এবং তাদের সাথে ১৩ মে ২০২৪ ইং তারিখ একটি সভা করা হয়। সভায় শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট এর নির্বাহী পরিচালক, ফাইন্যান্স এডমিন এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজার, প্রোগ্রাম অফিসার, স্কুল সুপারভাইজার ও শিক্ষকবৃন্দ।

গিফট বক্স:

অপারেশন জেনারেশন এর সহায়তায় গেৎশিমানি ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ কর্তৃক মিরপুর-১১, এলাকায় ঘাসফুল শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্রের ৬৫ জন, নিউকুর্মিটোলা ক্যাম্প এলাকায় কাশফুল শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্রের ৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ৫ জন শিশুকে গিফট বক্স প্রদান করা হয়। গিফট বক্স পেয়ে শিক্ষার্থীরা খুব খুশি ও আনন্দিত হয়।

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন ও হাতে খড়ি পত্রিকা:

যুক্ত প্রকাশনা কর্তৃক আয়োজিত ভারতের শান্তি নিকেতন থেকে প্রকাশিত 'হাতেখড়ি' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ও রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে ইউএসপিটির ক্ষুদে লেখক ও কবি শিক্ষার্থীরা আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ১০জন শিক্ষার্থী গল্প ও কবিতা লিখে এবং তাদের লেখা গুলো ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত শিশু-কিশোর পত্রিকা "হাতে খড়ি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষে পত্রিকাটির প্রকাশনা করেন যথাক্রমে বিশ্ব ভারতী, শান্তি নিকেতন, নিলয় রায় এবং যুক্ত প্রকাশক কবি নিশাত জাহান রানা। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর চেয়ারপারসন, নির্বাহী পরিচালক, প্রোগ্রাম অফিসার, স্কুল সুপারভাইজার, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বৃন্দ।

দিক নির্দেশনা সভা: (এইচএসসি)

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর শিবাস প্রকল্পের স্পনসরশিপ-এর মাধ্যমে ১৪ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে নিয়ে একটি দিক-নির্দেশনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ্জ আব্বাস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক জনাব ফারুক হোসেন বলেন, তোমরা খুবই ভাগ্যবান কারণ তোমরা উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টের সাথে আছো। তোমাদের মতো আমি যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছিলাম তখন আমার পরিবার ছাড়া আমাকে এক টাকা দিয়ে সহযোগীতা করার মতো কেউ ছিল না। তাই আমরা আশা করব তোমরা ভালো ফলাফল করে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টের মুখ উজ্জ্বল করবে। এইচএসসি পাশ করে তোমরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট তোমাদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন করবে। তোমাদের আগামী জীবন শুভ, কল্যাণ ও মঙ্গলময় কামনা করি। সভায় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী সদস্য মি. মোশি মন্ডল, নির্বাহী পরিচালক, প্রোগ্রাম অফিসার, স্কুল সুপারভাইজার, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ।
সব শেষে শিক্ষার্থীদের উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

চ্যালেঞ্জড শিক্ষার্থী সম্মেলন:

১১ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক আয়োজিত চ্যালেঞ্জড শিক্ষার্থী সম্মেলন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা হয়। ১০ টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে (কারিগরি বাদে) তিন লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এসএসসিতে অকৃতকার্য হয়েছে। ৫১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হতে পারেনি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কারণ এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার মতামত শোনা এবং এ বিষয়ে গুণীজন এবং নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সহযোগী সংগঠন এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান চ্যালেঞ্জড শিক্ষার্থী সম্মেলন এর আয়োজন করেন। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট এর শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্কুল সুপারভাইজার এবং প্রোগ্রাম অফিসার উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

শিশু অধিকার ও শ্রম বিষয়ক সভা:

শিশু অধিকার ও শিশু শ্রম বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করণের লক্ষ্যে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট মিরপুর-১২ কর্মএলাকায় একটি সেমিনারের আয়োজন করেন। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট এর প্রশিক্ষক কেরামত আলী শিশু অধিকার ও প্রয়োজন এর পার্থক্য, শিশুদের উপযোগী ও অনুপযোগী কাজ, শিশু শ্রম এর কুফল নিয়ে আলোচনা করেন। শিশুদের ঝুকিপূর্ণ কাজে দিতে অনুৎসাহিত করেন। নির্দিষ্ট বয়সের আগে শিশুকে কাজে দিলে শিশুর লেখাপড়া ও স্বাভাবিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে জানান।

কিশোরী ও অভিভাবকদের সচেতনতামূলক শিক্ষা:

মিরপুর-১১ কর্মএলাকায় কিশোর ও অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শিক্ষার্থীদের বাল্য বিবাহের কুফল, যৌতুকের কুফল ও জেন্ডার বৈষম্যের কুফল নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাল্য বিবাহের ফলে মেয়েদের কি সমস্যা হতে পারে এর ফলে সমাজে কি প্রভাব পড়ে সে বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা হয়। ছয়টি দলে শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করে বাল্য বিবাহের কুফল ও সামাজিক প্রভাব লিখতে দেওয়া হয়। লেখা শেষে প্রত্যেকটি দল তাদের যুক্তি উপস্থাপন করে। উপস্থাপনায় বাল্য বিবাহের নেতিবাচক বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয় যেমন, পুষ্টিহীনতা, ডিভোর্স এর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, মায়ের অকাল মৃত্যু, শিশু মৃত্যু হার বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। উক্ত বিষয় গুলো বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহব্বান জানানো হয়। প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করার পরামর্শ দেওয়া হয়। যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। তাই আমরা নিজেরা যৌতুক নেব না এবং অন্যদেরও যৌতুক থেকে বিরত থাকতে সচেতন করব।

বিজয় দিবস:

১৪ ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়।

সাধারণত বিজয়ী হওয়া আনন্দের। তবে মরণপণ করে সশস্ত্র যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের যে বিজয়, তার কোনো তুলনা নেই। আজ জাতির জন্য চির গৌরবময় অবিস্মরণীয় এই দিন। স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালির আত্মপ্রকাশ ও পৃথিবীর মানচিত্রে সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আলোকোজ্জ্বল দিন হলো ১৬ ই ডিসেম্বর। তবে একই সঙ্গে দিনটি গভীর বেদনারও। দেশ ও জাতিকে শত্রুমুক্ত করতে অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বাংলা মায়ের বীর সন্তানেরা। অগণিত মা বোন তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছেন। জানমালের ক্ষতি হয়েছে অপরিমেয়। কৃতজ্ঞ জাতি আজ এই আনন্দের দিনে গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে **আত্মদানকারী সেই শহিদদের। স্মরণ করবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।**

১৬ ই ডিসেম্বরের তাৎপর্য, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও সাহসের কথা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা হয়।

বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ভিডিও প্রদর্শন, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছবি আঁকার প্রতিযোগীতা, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগীতা এবং শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগীতা শেষে সকল শিক্ষার্থীকে রং পেনসিল বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের আপ্যায়ন এর মাধ্যমে দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

জরিপ তথ্য-২০২৪

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট এর কর্ম এলাকা ও কর্ম এলাকার নিকটবর্তী ঘাটিপড়া, বেগুনটিলা, আউয়াল সাহেবের বস্তি এলাকায় জরিপ করা হয়। মোট পরিবারের সংখ্যা, স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন সদস্য সংখ্যা, ৫ বছরের নিচের শিশুর সংখ্যা, প্রাথমিক স্তরের শিশুর সংখ্যা (১ম-৫ম), প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা, পঞ্চম শ্রেণি সমাপনি শিশুর সংখ্যা, মাধ্যমিক স্তরের শিশুর সংখ্যা, মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা, এসএসসি কৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পড়ালেখা করে না এমন শিশুর সংখ্যা, এইচএসসি কৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা, উচ্চ শিক্ষা অর্জনকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা উল্লেখিত বিষয়গুলোর তথ্য জরিপের মাধ্যমে জানা যায়। সাতটি এলাকার জরিপ থেকে সাক্ষরতার হার ৭৭.৪৫%, ঝরে পড়ার হার ২৫.৭৭%, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি পাশের হার ৬০.২৩%, এসএসসি পাশের হার ৬৫.৮৫%, এবং এইচএসসি পাশের হার ৬২.৭% পাওয়া গেছে। জরিপের কাজ সম্পন্ন করেছেন উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট এর শিক্ষকবৃন্দ ও কয়েকজন শিক্ষার্থী। সহযোগীতায় ছিলেন স্কুল সুপারভাইজার ও প্রোগ্রাম অফিসার।

ইউএসপিটি এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা:

১ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টের মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ক (সারাদিন ব্যাপি) একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচয় পর্ব, উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট সৃষ্টির ইতিহাস, উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টের প্রতিবন্ধকতা/ চ্যালেঞ্জ সমূহ, মূল/প্রধান সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করণ, দূরদর্শী এবং টেকশই ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভক্ত করা, যৌক্তিক ও বাস্তব সম্মত সুপারিশ গুলোতে একমত হওয়া উল্লেখিত বিষয়গুলো কর্মশালায় অন্তর্ভক্ত ছিল। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টের উপদেষ্টা মো: তাহের। তিনি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে ৩ টি দলে বিভক্ত করেন। দলীয় কাজ ১ এবং দলীয় কাজ ২ করার নির্দেশনা দেন। দলীয় কাজ ১ এ ছিল প্রতিটি দল আলোচনার ভিত্তিতে মোট ৫ টি সমস্যা নির্বাচন করবে। সমস্যা গুলো চিহ্নিত করে সম্ভাব্য সমাধান গুলো প্রস্তাব করবে। দলীয় কাজগুলো থেকে সংখ্যা গরিষ্ঠ সমস্যা, কারণ, সমাধান, লক্ষ্য অর্জন, করণীয়, প্রকল্পে প্রভাব (পরিবর্তন/সংযোজন), আর্থিক বিবেচনা (খরচ), মন্তব্য বাছাই করে দল অনুসারে একত্রিত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর সকল শিক্ষক, কর্মী, সাধারণ সদস্য ও নির্বাহী সদস্যগণ, মি. জেমস জেনিংস, উপদেষ্টা মো: তাহের, ভাইস চেয়ারপারসন মি. পল সুব্রত মালাকার, এবং চেয়ারপারসন নিশাত জাহান রানা।

মৃত্যু বার্ষিকী পালন:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর প্রাক্তন চেয়ারপারসন মরহুম আ.ন.স. হাবীবুর রহমান এর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। ৪ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে মিরপুর-১২ নম্বর এর টেকের বাড়ি এলাকায় গোলাপ শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্যারের জীবনী আলোচনা, স্যারের জন্য দোয়া ও তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টে-এর সূচনালগ্ন থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে।

কর্মী ও শিক্ষক উপহার:

ইএমএসএস প্রজেক্টের আওতায় উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট এর সকল কর্মী ও শিক্ষকগণকে ফ্রাইপেন উপহার দেওয়া হয়।

সংশোধিত এফডি ৬ এবং লেটার অফ ইনটেন্ট (২০২৩-২০২৫):

ডোনারের প্রেরিত লেটার অফ ইনটেন্ট অনুযায়ী ২০২৩-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ এর এফডি ৬ সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত এফডি-৬ এর অনুমোদিত কপি ডিসি অফিসে জমা প্রদান করা হয়েছে।

ইএমএসএস নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ:

শিবাস নিরীক্ষা প্রতিবেদন: ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ইএমএসএস প্রকল্পের নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয় (এনজিও বিষয়ক) ও বাংলাদেশ ব্যাংক এ এনজিও ব্যুরোর নির্দেশনা অনুযায়ি জমা প্রদান করা হয়েছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর নিরীক্ষা প্রতিবেদন গ্রহণ পত্র পাওয়া গেছে। বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ি জেডি এন্ড কোং কে ভ্যাট ৪০০০ এবং ট্যাক্স ৬০০০ সহ অডিট ফার্মকে মোট ৪৬০০০ টাকা নিরীক্ষা ফি পরিশোধ করা হয়েছে।

ঢাকা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের এনজিও বিষয়ক শাখা কার্যালয়:

ঢাকা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের এনজিও বিষয়ক শাখার নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ পত্র প্রাপ্তির জন্য অন-লাইনে আবেদন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের মনোনীত তদন্ত কর্মকর্তা সিনিয়র সহকারী কমিশনার সোনিয়া হোসেন জিসান মহোদয় ২৫ জুলাই-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে সরেজমিন তদন্তপূর্বক ২০২৩ সালের প্রকল্প কার্যক্রমের ওপর প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেছেন। প্রত্যয়ন পত্র পাওয়ার পর প্রত্যয়ন পত্র এনজিও শাখায় ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে জমা প্রদান করা হয়েছে। এনজিও ব্যুরোতে জমা প্রদানের গ্রহণপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো যোগাযোগ:

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে অর্থ ছাড় পত্র পাওয়া গেছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও প্রকল্প প্রত্যয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ:

নতুন শিক্ষাক্রম-এ শিক্ষণ শেখানো এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির ওপর শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় মনোযোগ আর্কষণ এবং ভালো ফল লাভে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষকগণকে ০৬ দিনের (প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক) নতুন শিক্ষাক্রমের ওপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ পেয়ে সকল শিক্ষকগণের শিখন শেখানো দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মি: কেরামত আলী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছেন এবং তিনি শিবাস শিক্ষা কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা অব্যাহত রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

স্পনসরড এসএসসি পরীক্ষার্থীদের দিক-নির্দেশনা সভা ও উপকরণ বিতরণ: (এসএসসি)

২০২৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং পরীক্ষার নিয়ম-কানুন অবহিত করা এবং তদ-অনুযায়ী পালনীয় কাজ করা। দিক-নির্দেশনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব: আবু ছাইদ মিয়া (সাবেক প্রধান শিক্ষক, আলহাজ্ব আব্বাস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, এবং সাধারণ সদস্য উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট, সহকারি প্রধান শিক্ষক এবং সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত থেকে পরীক্ষার্থীদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। অফিসের সকল কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্পনসরশীপ শিক্ষার্থীদের খেলা ধুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ:

স্পনসরশীপ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে । বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে ও পুরস্কার লাভ করে।

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা:

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ এবং শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে দুই মাস অন্তর অন্তর তৃতীয় মাসে অর্থাৎ বছরে চার বার কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করা হয়। ফেব্রুয়ারি , মে, আগস্ট ও নভেম্বর মাসে ৫টি কেন্দ্রে ২০টি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে জরুরী প্রয়োজনে ৪ টি কেন্দ্রে ৪ টি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করা হয়। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি শতকরা ১০০% ছিল।

অভিভাবক সভা:

শিক্ষার মান, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত কেন্দ্রে উপস্থিতি, ত্রৈমাসিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন, অভিভাবকদের থেকে প্রাপ্ত স্থানীয় অনুদান, কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত, শিশু নিরাপত্তা, শিক্ষককে সহায়তা প্রভৃতি বিষয়গুলো আলোচনার জন্য প্রতিমাসে একবার অভিভাবক সভা করা হয়। জানুয়ারি- ডিসেম্বর মাসে ১২০টি অভিভাবক সভা করা হয়েছে। অভিভাবক উপস্থিতি শতকরা ৮৮% ছিল।

স্পনসরড শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সভা:

জানুয়ারি মাসে এসএসসি পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে একটি সভা, জুন মাসে এসএসসি পাশ শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সভা, জানুয়ারি- ডিসেম্বর মাসে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে মোট ১২ টি সভা এবং অভিভাবকদের নিয়ে ২ টি সভা করা হয়। আলোচ্য বিষয় সমূহ হলো শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়, নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি ও লেখাপড়া, উপকরণের সঠিক ব্যবহার, বিদ্যালয় ও সংস্থার নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উপস্থিতি, শিক্ষার মান, পরীক্ষা প্রস্তুতি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, নিয়ম- শৃঙ্খলা, রেজিস্ট্রেশন, এসএসসি ফরম ফিলাপ, বিশেষ ক্লাস, বার্ষিক পরীক্ষা, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি, টিউশন ফি, নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল, বাল্য বিবাহ ও প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন ইত্যাদি। অংশগ্রহণকারী ৩১১ জন।

স্থানীয় অনুদান:

ছেলে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি অভিভাবকগণের দায়বদ্ধতা এবং শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতি তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এফডি-৬ এ উল্লেখিত স্থানীয় অনুদান অভিভাবকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এ স্থানীয় অনুদান ডাচ-বাংলা ব্যাংকে ফেব্রুয়ারি-২০২৩ মাস থেকে শিবাস প্রকল্পের হিসাব নাম্বার ১৬৪১২০৩৪৮৯-এ জমা দেওয়া হচ্ছে। হিসাব বিভাগ এ সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ করছেন।

জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শিবাস শিক্ষা কেন্দ্র হতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত "স্থানীয় অনুদান" ১৭২১৫০ টাকা (এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) অনুদান হিসেবে পাওয়া গেছে।

লক্ষ্য মাত্রা: জানু-ডিসেম্বর (টাকায়) FD 6	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট আদায়
১৮৪৫৫৭ (সংশোধিত)	১৩০০০	১৫২০০	১৫১৫০	১৩৬০০	১৪১০০	১৪২৫০	১৩৫৫০	১৫০০০	১৪২৫০	১৪৯০০	২১৮০০	৭৩৫০	১৭২১৫০

এফডি-৬:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট এর শিবাস প্রকল্প ২০২৩-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে শিবাস প্রকল্প ০৩ বছরের জন্য সংশোধিত এফডি-৬ অনুমোদন পাওয়া গেছে। নিম্নে প্রকল্প বর্ষ ভিত্তিক অর্থের অনুমোদিত তথ্য দেওয়া হলো:

বিবরণ	প্রকল্প বর্ষ ২০২৩	প্রকল্প বর্ষ ২০২৪	প্রকল্প বর্ষ ২০২৫	মোট
বৈদেশিক অনুদান	৬,৩২৭,৭৭৭.০০	৬,৮৮৮,৯১২.০০	১,২৪০৩,৮৬৯.০০	২,৫৬২০,৫৫৮.০০
স্থানীয় অনুদান	১৮০,২৮৭	১৮৪,৫৫৭	১৭২,৫০০	৫৩৭,৩৪৪
সর্বমোট বাজেট	৬,৫০৮,০৬৪	৭,০৭৩,৪৬৯	১২,৫৭৬,৩৬৯	২৬,১৫৭,৯০২

মাসিক কর্মী সভা:

পরিকল্পনানুযায়ী ১২টি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিক্ষক সভা ও রিফ্রেসার্স:

পরিকল্পনানুযায়ী জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাসে ১২টি শিক্ষক সভা ও রিফ্রেসার্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভ্যাট ও আয়কর:

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং আয়কর ও ভ্যাট কর অঞ্চলের নির্দেশনা মোতাবেক উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর আইডি নাম্বারে (টিন নাম্বার: ২৩৫২৩৩৫৩১১১৯, বিন নাম্বার: ০০৫৫৪৮৯৫২০৪০১) প্রতি মাসে ভ্যাট ও আয়কর জমা দেওয়া এবং হাল-নাগাদ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ের এনজিও সমন্বয় সভা:

জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাসের জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ের এনজিও সমন্বয় সভায় ডিসি অফিসে উপস্থিত হয়ে এবং অনলাইনে অংশগ্রহণ করা হয়। শিবাস প্রকল্প কার্যক্রম- শিক্ষা ও আর্থিক অগ্রগতি মাসিক প্রতিবেদন জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে জমা প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয় সংগঠনের সভায় অংশগ্রহণ:

১. ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল কর্তৃক আয়োজিত শিশু শ্রম ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক সভায় উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। সভায় সকল এনজিওদের একত্রিত হয়ে শিশু শ্রম ও শিশু নির্যাতন কমিয়ে আনতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শিশু ঝরে পড়া কমানো, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল এনজিও-দের কাজের সমন্বয় ঘটানোর আহ্বান জানানো হয়। অংশগ্রহণকারি এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে হোয়াটস অ্যাপে একটি গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট প্রতিনিধি রোকসানা আলম এবং শুভ্র দাংগ উক্ত গ্রুপে যুক্ত আছেন।

এছাড়াও ওয়ার্ল্ড ভিশন কর্তৃক আয়োজিত শিশু শ্রম ও শিশু অধিকার, বাল্য বিবাহ ও শিশু শ্রম, অর্গানাইজ পলিসি ডায়ালগ অন চাইল্ড প্রটেকশন বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করা হয়।

২. ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্কুল কর্তৃক আয়োজিত সিবিও সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়।

৩. গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক আয়োজিত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে আমাদের করণীয়, চ্যালেঞ্জড শিক্ষার্থী সম্মেলন "বিদ্যালয় বহির্ভুত শিশু কিশোরদের শিক্ষার অধিকার, নিয়োগ উপযোগী দক্ষতা ও সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ" শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভায় অংশ গ্রহণ করা হয়।

৪. ডিসি অফিস কর্তৃক আয়োজিত গ্রাম আদালত কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ।

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি জীবনে সফলতা ও কর্মক্ষেত্রে অবদান:

আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে কর্মক্ষেত্রে অনেকে সন্তোষজনক অবদান রাখছে। মিরপুরের বিভিন্ন ক্লিনিক যেমন আলোক হেলথকেয়ার এন্ড হাসপাতাল, অনলাইন কল সেন্টার জব, ডা: আতিকস্ ডেন্টাল ও আজগর আলী হাসপাতাল, নাবিস্ক কোম্পানি, বিউটিশিয়ান, মিরপুর শাহ আলী শপিং কমপ্লেক্স ও বসুন্ধরা শপিং মল-এ মোবাইল ব্যবসা, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা, প্রিন্টিং, গাড়ি চালক (ব্যক্তিগত ও কোম্পানির), নার্সিং, গার্মেন্টস, এনজিও ওয়ার্ল্ড ভিশন (পার্ট টাইম ফিল্ড কর্মী), ডেসকো, কম্পিউটার এক্সেসরিজ, প্রিন্টিং, বিদেশ গমন, সেলস ম্যান, ব্যবসা, কম্পিউটার অপারেটর ও ইন্টারনেট প্রভৃতি কাজে জড়িত।

এককালীন শিক্ষা সহায়তা:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট শিক্ষা বৃত্তি তহবিলটি ২০১৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে। এ তহবিলটি হার্বার্ট ও আর্থার দ্বয়ের নাতনি ড. হান্না জেনিংস এবং একইভাবে মরহুম আ.ন.স. হাবীবুর রহমান পরিবারের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে বোর্ড অব ট্রাস্টির মধ্য দিয়ে এককালীন শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে গঠন করা হয়েছে। মূলত শিবাস প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরে যেন পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে তারা অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি তারিখে এইচএসসি প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষে বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত ৩৩ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩০০০ টাকা করে মোট ৯৯০০০ টাকা এককালীন শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়। এককালীন শিক্ষা সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট এর চেয়ার পারসন নিশাত জাহান রানা মহোদয়, ভাইস-চেয়ারপারসন পল সুব্রত মালাকার, নির্বাহী সদস্য মি. মোশিমন্ডল এবং উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টের কর্মীবৃন্দ।

বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন: এফডি-৬ , ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০২৪)	অর্জন (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০২৪)	মন্তব্য
উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	৪ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও ১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে যথাক্রমে শিক্ষার্থী সংখ্যা-৩২০ জন	৪ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও ১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে যথাক্রমে শিক্ষার্থী সংখ্যা-৩১১ জন	এফডি ৬-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (স্পন্সরশিপ শিক্ষার্থী)	ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে এসএসসি পর্যন্ত স্পন্সরশিপ কর্মসূচির আওতায় ২২৩ জন শিক্ষার্থীকে পড়াশুনার খরচ প্রদান করা হবে।	ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে এসএসসি পর্যন্ত স্পন্সরশিপ কর্মসূচির আওতায় ২০০ জন শিক্ষার্থীকে পড়াশুনার খরচ প্রদান করা হয়েছে।	এফডি ৬-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা	কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা সংখ্যা ২০টি, সদস্য সংখ্যা: ১৪০ জন	কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা সংখ্যা ২৪ টি, সদস্য সংখ্যা: ১৬৮ জন	সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসে জরুরী প্রয়োজনে ৪ কেন্দ্রে ৪ টি সিএসসি সভা করা হয়।
অভিভাবক সভা	অভিভাবক সভা সংখ্যা: ১২০টি অভিভাবকদের উপস্থিতি ৩৮৪০ জন	অভিভাবক সভা সংখ্যা: ১২০ টি অভিভাবকদের উপস্থিতি ৩২৯০ জন	
মাসিক শিক্ষক সভা	শিক্ষক সভা ১২টি, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ১২০ জন (১০×১২=১২০ জন) ১০ জন শিক্ষক ১২ মাসে ১২ টি সভায় অংশ গ্রহণ করবে।	শিক্ষক সভা ১২ টি, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ১২০ জন (১০×১২=১২০ জন)	প্রতি মাসে ১ টি করে শিক্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন	শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ২টি, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ২০ জন। (২×১০ = ২০ জন)	শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ২টি, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ২০ জন	১০ জন শিক্ষক ২ দিনের ওরিয়েন্টেশনে অংশ গ্রহণ করেছে।
শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংখ্যা ১ টি, মোট অংশগ্রহণ ১০ জন।	শিক্ষকদের জন্য ১ টি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ১০ জন।	
শিক্ষা উপকরণের সহায়তা কার্যক্রম	৪ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও ১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে এবং ৩২০ জন শিক্ষার্থীকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা।	৪ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ও ১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ৩১১ জন শিক্ষার্থীকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা।	চাহিদা অনুযায়ী উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
শিক্ষা কেন্দ্র উন্নয়ন / সংস্কার	৫টি শিক্ষা কেন্দ্র	৫টি শিক্ষা কেন্দ্র	প্রয়োজন মাফিক উন্নয়ন/ সংস্কার করা হয়েছে।
ডিসি অফিসের সভা:	ডিসি অফিসের সভা পরিকল্পিত ১২ টি।	ডিসি অফিসের ৬ টি সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। (অনলাইন ও অফলাইন)	ডিসি অফিস কর্তৃক ৬ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
স্থানীয় এনজিও সমন্বয় সভা:	এনজিও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়।	১. ওয়ার্ল্ড ভিশন কর্তৃক আয়োজিত শিশু শ্রম ও শিশু অধিকার, বাল্য বিবাহ ও শিশু শ্রম, অর্গানাইজ পলিসি ডায়ালগ অন চাইল্ড প্রটেকশন বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। ২. ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্কুল এর কাপ আপ প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত সিবিও সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। ৩. গণসাক্ষরতা অভযান কর্তৃক আয়োজিত চ্যালেঞ্জড শিক্ষার্থী সম্মেলন, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে করনীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। ৪. ডিসি অফিস কর্তৃক আয়োজিত গ্রাম আদালত কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম পরিচলনায় স্থানীয় অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়।	লোকবল এর সংখ্যা কম হওয়ায় ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্কুল এর একটি সভায় অংশ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল:

- কর্ম এলাকায় পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। (প্রকল্পের সামর্থ অনুযায়ী)
- শিবাস শিক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি শেষে স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করে এসএসসি পর্যন্ত শিক্ষা সহায়তা দেয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি সকল শ্রেণি পেশার মানুষের আস্থা অর্জন করেছে।
- কর্ম-এলাকায় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহ, জেন্ডার বৈষম্য ও কুসংস্কার প্রভৃতি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- কর্ম-এলাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবারিক ও সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতা ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিবার ও সমাজে অবদান রাখায় তাদের গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কর্ম-এলাকার মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী চাকুরী ও ব্যবসা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে ফলে পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

  এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর অনেক শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশপাশি কাজ করছে আবার কেউবা কর্মকে বেছে নিয়েছে। শিক্ষার্থীরা যে যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে সে প্রতিষ্ঠান গুলোর নাম উল্লেখ করা হলো। ড. আতিকস ডেন্টাল ক্লিনিক, আলোক হাসপাতাল লিমিটেড, নাভানা কোম্পানি, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ (পার্ট টাইম ফিল্ড কর্মী), কল সেন্টার, বিউটি পার্লার, আজগর আলী হাসপাতাল, মিরপুর শাহআলী শপিং কমপ্লেক্স, বসুন্ধরা শপিং মল মোবাইল ব্যবসা), বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা, প্রিন্টিং, গাড়ি চালক (ব্যক্তিগত ও কোম্পানি), কম্পিউটার এক্সোসরিজ, বিদেশ গমন, সেলস ম্যান, কম্পিউটার অপারেটর প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অবদান রাখছে।
- শিশুরা স্কুলমুখি হচ্ছে এবং পিছিয়ে পড়া কমিউনিটির মাঝে শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। ২০১২-২০২৪ সাল পর্যন্ত পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাশকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা নিম্নরূপঃ

কর্মএলাকায় পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা এবং কমিউনিটির মধ্যে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কুসংস্কার হ্রাস পাচ্ছে। সচেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে।

অর্জন	২০১২-২০২৪	মোট অংশগ্রহণ	উত্তীর্ণ	হার	মন্তব্য
পিএসসি:	২০১২-২০২৪	৭৫৩	৬৮৩	৯১%	২০১৮ সালে বিহারী শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ে অনুত্তীর্ণর সংখ্যা/ হার বেশী ছিল।
জেএসসি:	২০১৫-২০২৪	৩৯২	৩৭০	৯৪%	
এসএসসি:	২০১৮-২০২৪	১৬৫	১৪৫	৯০%	
এইচ এসসি:	২০২০-২০২৪	৭৮	৬৫	৮৩%	
ডিগ্রি/অনার্স/ ডিপ্লোমা	২০২১-২০২৪	৩৭	-		বর্তমানে অধ্যয়নরত।

বিদ্রঃ ডিগ্রি/অনার্স/ ডিপ্লোমায় অধ্যয়নরত মোঃ শাকিল ও মোঃ কাওসার, কাজল আক্তার অঞ্জনা, মোঃ সজিব, মোঃ মোস্তাকিম রহমান অর্থনৈতিক কারণে লেখাপড়া চলমান রাখতে পারেনি।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর বর্তমানে ৩৭ জন শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়ণরত রয়েছে। আগারগাঁও পলিটেকনিক, সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজ, ভাষানটেক সরকারি কলেজ, ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কলেজ, হারুন মোল্লা ডিগ্রি কলেজ, শেরে বাংলা টেকনিক্যাল, আগারগাও মহিলা পলিটেকনিক।

- কর্ম-সংস্থান হয়েছে।

  কর্মএলাকায় ১০ জন শিক্ষক উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টে শিক্ষকতা করছেন। ১০ জন শিক্ষকই নারী। স্কুল সুপারভাইজার ও প্রোগ্রাম অফিসারও নারী কর্মী। এলাকায় স্কুল থাকায় নারীদের কর্মসংস্থান হয়েছে।
- নারীর শিক্ষার হার বৃদ্ধি, নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস ও ক্ষমতায়নে অবদান রাখছে।
- সামাজিক ও পারিপাশ্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীদের নিজের প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ।
- সৃজনশীল ও মেধা বিকাশে সহায়তা।
- মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুর মধ্যে প্রভেদ হ্রাস পেয়েছে।
- পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করা।
- শরীরের প্রতি যত্ন, আচরণিক পরিবর্তন, ব্যক্তিত্ব ও পারিবারিক পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন।
- স্থানীয় সংগঠন, নেতা এবং প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে কর্ম-এলাকায় সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে।
- সংস্থার নির্বাহী পরিষদ, সাধারণ পরিষদ এবং শুভাকাংঙ্খিগণ স্বর্ত-স্ফুর্ত এবং সংস্থা বান্ধব।

চ্যালেঞ্জসমূহ:

- টিউশন ফি, পরীক্ষা ফিসহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধি ও শিক্ষা উপকরণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে অভিভাবকদের মাঝে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে আর্থিক অনাটনে কর্মজীবনে প্রবেশের শংকা রয়েছে।
- বিগত বছর গুলোতে করোনা প্রাদূর্ভাব ও পরিশেষে বিশ্বব্যাপি মহামারি দেখা দেয়ায় বিশ্ব যেমন শিক্ষা ও তেমনি আর্থিকভাবে মন্দার কবলে পড়েছে।
- মনুষ্য সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্থানীয় অনুদান উত্তোলনে প্রভাব পড়বে।
- ইলেকট্রনিক সামগ্রী রিপ্লেসমেন্ট আর্থিক সংকটের কারণে করা যাচ্ছে না বিধায় কাজে সমস্যা দেখা দেয়।
- আর্থিক সংকটের কারণে কর্মী এবং শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজন সংখ্যক দিন পর্যন্ত দক্ষতা বৃদ্ধি-মূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না।
- মাধ্যমিক শ্রেণির অনেক শিক্ষার্থীদের পরিবারে আর্থিক অনাটনে খন্ডকালীন কর্মজীবনে প্রবেশের ফলে বিদ্যালয়ে অনিয়মতি হয়ে পড়ে যা তার শিক্ষা জীবন ব্যাহত করে।
- এসএসসি এবং এইচএসসি পাশকৃত শিক্ষার্থীরা খন্ডকালীন কাজে আগ্রহী থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের উপযোগী কাজের অভাব।
- পারিবারিক আর্থিক সংকটের কারণে মাধ্যমিক শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর সন্তোষজনক ফলাফল/লেটার গ্রেড থাকা সত্ত্বেও উচ্চ শিখনে বাধা।
- পারিবারিক আয় কমে যাওয়া এবং মূল্যস্ফিতি।
- শিক্ষক সম্মানিভাতা।
- অস্থিতিশীল শিক্ষাক্রম।
- চাহিদা অনুযায়ী ও সঠিক সময়ে পাঠ্য পুস্তক না পাওয়া।
- মাধ্যমিক শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর্থিক সংকটের কারণে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে বিরত থাকে এবং ছেলেরা যেকোনো সাধারণ পেশায় যোগদান করে। এতে যে স্বপ্ন নিয়ে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা জীবন শুরু করেছিল তা ব্যাহত হয়।
- মেয়েদের কখনো কম পড়ালেখা জানা বা সাধারণ মানের পেশাজীবী ছেলেদের সাথে বিয়ে হওয়া।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ না পাওয়া, ফলে উচ্চ শিক্ষায় অনাগ্রহী এবং বেকার থাকা।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের কিছু ছবি:

গল্পের বই পেয়ে উচ্ছ্বাসিত শিক্ষার্থী ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল ও পরিবার ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ২০২৪

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল-এর পঞ্চম শ্রেণি সমাপণি শিক্ষার্থীদের সনদপত্র বিতরণ-২০২৪

শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাগ বিতরণ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

শিক্ষা কেন্দ্রে ম্যাট ও শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ বিতরণ-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্যামিতি বক্স বিতরণ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিজয় দিবসে রচনা প্রতিযোগীতা ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ড্রেস ও জুতা বিতরণ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিজয় দিবসে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিজয় দিবস উদযাপন ও উপহার (রংপেনসিল) প্রদান ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

প্রশিক্ষক কেরামত আলী এর শিবাস কেন্দ্র পরিদর্শন-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

অভিভাবক ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে সভা -২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মাঝে খাতা বিতরণ-২০২৪

স্পন্সরশিপ শিক্ষার্থী সভা -২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তি ও হাতে খড়ি পত্রিকা -২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

মাসিক শিক্ষক রিফ্রেসার্স-২০২৪

বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ-২০২৪

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও মোবাইল ট্যাব বিতরণ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য উপকরণ ক্রয় ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির পূর্বে রশিদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক এর সাথে অভিভাবকদের সভা-২০২৪

পরিবেশ বান্ধব ব্যাগ ব্যবহার-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

কিশোর ও অভিভাবকদের সচেতনতা মূলক শিক্ষা (বাল্য বিবাহ, জেন্ডার বৈষম্য, যৌতুক) ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, সহায়ক- জনাব কেরামত আলী

শিশু অধিকার ও শিশু শ্রম বিষয়ক সেমিনার-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, সহায়ক জনাব: কেরামত আলী

স্পন্সরশিপ শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নির্বাহী পরিচালক এর মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

শিবাস শিক্ষা কেন্দ্রে অভিভাবক সভা-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে দলীয় কাজ করছে-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ে এনজিও বিষয়ক মাসিক সমন্বয় সভায় অংশ গ্রহণ-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

শিক্ষক রিফ্রেসার্স-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বার্ষিক সাধারণ সভা -২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অবদান ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

এসএসসি পরীক্ষার্থী-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

অপারেশন জেনারেশন এর সহায়তায় গেৎশিমানি ব্যাপিষ্ট চার্চ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের উপহার প্রদান-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

<u>উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর শিবাস প্রকল্প কর্মক্ষেত্রের পরিবার:</u>

- নির্বাহী পরিচালক - ০১ জন
- ফিন্যান্স এইচআর এডমিন এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজার - ০১ জন
- ফিন্যান্স কাম এডমিন অফিসার - ০১ জন
- প্রোগ্রাম অফিসার - ০১ জন
- স্কুল সুপারভাইজার - ০১ জন
- অফিস সাপোর্ট স্টাফ - ০১ জন

শিক্ষা কেন্দ্র ও শিক্ষক

শ্রেণি	শিক্ষা কেন্দ্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা
প্রাক-প্রাথমিক স্কুল	১ টি	২ জন
প্রথম	১ টি	২ জন
দ্বিতীয়	১ টি	২ জন
তৃতীয়	১ টি	২ জন
চতুর্থ	১ টি	২ জন
পঞ্চম	০	০

উপসংহার:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর শিবাস প্রকল্প উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্পনসরশিপ শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম-এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক বড় ভূমিকা রাখছে এবং আগামীতে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিবাস প্রকল্পে নির্বাহী পরিষদ-এর সম্মানিত সদস্যগণ এবং উপদেষ্টাগণ বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা, সিদ্ধান্ত এবং পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম বৃদ্ধি ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন যা সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিনয়ের সাথে আশা করি আগামীতেও তা অব্যাহত রাখবেন।

সকল শিক্ষক, সিএমসি কমিটি, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিসহ এলাকাবাসি ও সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, এ প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। আশা করি আগামীতেও এ সহযোগীতা অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী:	প্রতিবেদন সহযোগী:	সার্বিক সহযোগীতায়:
----------------------	---------------------	-----------------------
আছমা আক্তার	রোকসানা আলম	শুভ্র দাংগ
প্রোগ্রাম অফিসার	স্কুল সুপারভাইজার	ফাইন্যান্স, এইচআর, এডমিন এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজার
উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট	উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট	উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট

সম্পাদনায়:

যাকোব বাড়ৈ

নির্বাহী পরিচালক

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট